প্রেস রিলিজ

“বিচারপ্রার্থীর অধিকার নিশ্চিতে স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে মামলা নিষ্পত্তিতে সবাইকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে”

চট্টগ্রাম চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসী কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

২০ নভেম্বর ২০২৫: চট্টগ্রাম চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের উদ্যোগে আদালতের সম্মেলন কক্ষে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসী কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ার, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল, মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, মোহাম্মদ মোস্তফা ও নুসরাত জাহান জিনিয়া।

তাছাড়া বিশেষ পুলিশ সুপার, সিআইডি, চট্টগ্রাম জনাব মোঃ সালাউদ্দিন, পুলিশ সুপার, পিবিআই (চট্টগ্রম মেট্রো) জনাব মোঃ রহুল কবির খান, সহকারী পুলিশ সুপার (ডিবি উত্তর) সিএমপি চট্টগ্রাম মোঃ মোস্তফা কামাল, সহকারী পুলিশ কমিশনার (প্রসিকিউশন) কেশব চক্রবর্তী, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিনিধি জনাব সাকিব শাহরিয়ার, চমেক পরিচালকের প্রতিনিধি জুনায়েদ আহমেদ, ফরেনসিক মেডিসিনের ডাক্তার খালেদ হাসান, লেফটেন্যান্ট আবরার তাজওয়ার, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পূর্ব জোন, সিনিয়র জেল সুপার, পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক, র‍্যাবের প্রতিনিধি, শিল্প পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ প্রতিনিধি, নৌ পুলিশ প্রতিনিধি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য অংশীজনসহ চট্টগ্রাম মহনগর এলাকার ১৬ থানার অফিসার ইন-চার্জবৃন্দ ও পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের পুলিশ পরিদর্শকগণ উপস্থিত ছিলেন। আরোও উপস্থিত ছিলেন মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ মফিজুল হক ভূইয়া, অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর এ্যাডভোকেট নেজাম উদ্দিন।

কনফারেন্সের শুরুতে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমান বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি তুলে ধরে বিচারাধীন মামলাসমূহের বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও সংশ্লিষ্ট থানাগুলোকে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। আসামী গ্রেফতারের ক্ষেত্রে সম্প্রতি সংশোধিত ফৌজদারী কার্যবিধি মোতাবেক মেমোরেন্ডাম অফ এরেস্ট কঠোরভাবে প্রতিপালন করার নির্দেশ প্রদান করেন। নিরপরাধ কোন ব্যক্তি যেন হয়রানির শিকার না হয় এতদ্ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন বিজ্ঞ সিএমএম কাজী মিজানুর রহমান।

চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট থানার অফিসার ইনচার্জদের তদন্তকাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার প্রতি সচেতন হতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি দ্রুত ও দক্ষতার সাথে প্রতিবেদন দাখিলের পাশাপাশি মামলার সাক্ষী উপস্থাপন নিশ্চিত করে তাদের নিরাপত্তা বিধান করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর ভূমিকা পালনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।

মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ মফিজুল হক ভূইয়া আদালতের বিজ্ঞ বিচারক, আইনজীবী, সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সাক্ষীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

কনফারেন্সে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দের চাহিদার প্রেক্ষিতে পূর্বের চেয়ে দ্রুত গতিতে মেডিকেল সনদ প্রদানের বিষয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধি ডাক্তার জুনায়েদ আহমেদ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন।

অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ার সভায় জানান যে, গত ১০ মাসে ৫৩২ জন আসামীকে প্রবেশন প্রদান করা হয়েছে। মামলার আলামত নিলামের মাধ্যমে ০১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা রাস্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

মাননীয় চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সমাপনী বক্তব্যে বলেন, ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় বিচার প্রশাসন, নির্বাহী প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ একে অপরের পরিপূরক। মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তরিকতা ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগকে একযোগে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে বিচার প্রার্থী মানুষের কল্যাণে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে। বিচারপ্রার্থীর অধিকার নিশ্চিতে স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে মামলা নিষ্পত্তিতে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে ও বিদ্যমান সমস্যাসমূহ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করলে কাজের মুল্যায়ন হয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। সামনের দিনগুলোতে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় আরো গতিশীলতা আসবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করে আগত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে কনফারেন্সের সমাপ্তি ঘোষণা করেন চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জনাব কাজী মিজানুর রহমান।

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
THE DAILY INQILAB

চট্টগ্রাম সিএমএম আদালতে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্স

বিচারপ্রার্থীর অধিকার নিশ্চিতে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি করতে হবে

চট্টগ্রাম ব্যুরো

২১ নভেম্বর ২০২৫, ১২:০৫ এএম | আপডেট: ২১ নভেম্বর ২০২৫, ১২:০৫ এএম

চট্টগ্রাম চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের উদ্যোগে আদালতের সম্মেলন কক্ষে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসী কনফারেন্স বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়। চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ার, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল, মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, মোহাম্মদ মোস্তফা ও নুসরাত জাহান জিনিয়া।

তাছাড়া বিশেষ পুলিশ সুপার, সিআইডি, চট্টগ্রাম মোঃ সালাউদ্দিন, পুলিশ সুপার, পিবিআই (চট্টগ্রম মেট্রো) মোঃ রহুল কবির খান, সহকারী পুলিশ সুপার (ডিবি উত্তর) সিএমপি চট্টগ্রাম মোঃ মোস্তফা কামাল, সহকারী পুলিশ কমিশনার (প্রসিকিউশন) কেশব চক্রবর্তী, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিনিধি সাকিব শাহরিয়ার, চমেক পরিচালকের প্রতিনিধি জুনায়েদ আহমেদ, ফরেনসিক মেডিসিনের ডাক্তার খালেদ হাসান, লেফটেন্যান্ট আবরার তাজওয়ার, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পূর্ব জোন, সিনিয়র জেল সুপার, পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক, র‍্যাবের প্রতিনিধি, শিল্প পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ প্রতিনিধি, নৌ পুলিশ প্রতিনিধি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য অংশীজনসহ চট্টগ্রাম মহনগর এলাকার ১৬ থানার অফিসার ইন-চার্জবৃন্দ ও পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের পুলিশ পরিদর্শকগণ উপস্থিত ছিলেন। আরোও উপস্থিত ছিলেন মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর এ্যাডভোকেট মোঃ মফিজুল হক ভূইয়া, অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর এ্যাডভোকেট নেজাম উদ্দিন।

কনফারেন্সের শুরুতে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমান বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি তুলে ধরে বিচারাধীন মামলাসমূহের বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও সংশ্লিষ্ট থানাগুলোকে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। আসামী গ্রেফতারের ক্ষেত্রে সম্প্রতি সংশোধিত ফৌজদারী কার্যবিধি মোতাবেক মেমোরেন্ডাম অফ

এরেস্ট কঠোরভাবে প্রতিপালন করার নির্দেশ প্রদান করেন। নিরপরাধ কোন ব্যক্তি যেন হয়রানির শিকার না হয় এতদ্‌ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন বিজ্ঞ সিএমএম কাজী মিজানুর রহমান।

চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট থানার অফিসার ইনচার্জদের তদন্তকাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার প্রতি সচেতন হতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি দ্রুত ও দক্ষতার সাথে প্রতিবেদন দাখিলের পাশাপাশি মামলার সাক্ষী উপস্থাপন নিশ্চিত করে তাদের নিরাপত্তা বিধান করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর ভূমিকা পালনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।

মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর এ্যডভোকেট মোঃ মফিজুল হক ভূইয়া আদালতের বিজ্ঞ বিচারক, আইনজীবী, সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সাক্ষীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।কনফারেন্সে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দের চাহিদার প্রেক্ষিতে পূর্বের চেয়ে দ্রুত গতিতে মেডিকেল সনদ প্রদানের বিষয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধি ডাক্তার জুনায়েদ আহমেদ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন।

অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ার সভায় জানান যে, গত ১০ মাসে ৫৩২ জন আসামীকে প্রবেশন প্রদান করা হয়েছে। মামলার আলামত নিলামের মাধ্যমে ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা রাস্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সমাপনী বক্তব্যে বলেন, ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় বিচার প্রশাসন, নির্বাহী প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ একে অপরের পরিপূরক। মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তরিকতা ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগকে একযোগে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে বিচার প্রার্থী মানুষের কল্যাণে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

বিচারপ্রার্থীর অধিকার নিশ্চিতে স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে মামলা নিস্পত্তিতে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে ও বিদ্যমান সমস্যাসমূহ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করলে কাজের মুল্যায়ন হয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। সামনের দিনগুলোতে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় আরো গতিশীলতা আসবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করে আগত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে কনফারেন্সের সমাপ্তি ঘোষণা করেন চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমান।

চট্টগ্রাম শুক্রবার ২১ নভেম্বর ২০২৫

দৈনিক পূর্বকোণ

দেশসেরা আঞ্চলিক দৈনিকের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত

রেজিঃ নম্বর-চ-৮৯ ।। ৪০তম বর্ষ ২৬৪তম সংখ্যা ।। ৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ।। ২৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি ।। Friday 21 November 2025 ।। ৮ পৃষ্ঠার মূল্য ৭ টাকা

www.dainikpurbokone.net www.edainikpurbokone.net /DailyPurbokone /DailyPurbokone

‘বিচারপ্রার্থীর অধিকার নিশ্চিতে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তিতে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে’

সিএমএম আদালতে পুলিশ -ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্স

ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় বিচার প্রশাসন, নির্বাহী প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ একে অপরের পরিপূরক।

মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তরিকতা ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগকে একযোগে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে বিচার প্রার্থী মানুষের কল্যাণে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে। বিচারপ্রার্থীর অধিকার নিশ্চিতে স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে মামলা নিষ্পত্তিতে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। চট্টগ্রাম চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের উদ্যোগে আদালতের সম্মেলন কক্ষে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্সে বক্তারা উপরোক্ত কথা বলেন। চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ার, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল, মো. আবু বকর সিদ্দিক, মোহাম্মদ মোস্তফা ও নুসরাত জাহান জিনিয়া।

আরো উপস্থিত ছিলেন, বিশেষ পুলিশ সুপার, সিআইডি, চট্টগ্রাম,মো. সালাউদ্দিন, পুলিশ সুপার, পিবিআই (চট্টগ্রাম মেট্রো) মো. রহুল কবির খান, সহকারী পুলিশ সুপার (ডিবি উত্তর) সিএমপি চট্টগ্রাম মো. মোস্তফা কামাল, সহকারী পুলিশ কমিশনার (প্রসিকিউশন) কেশব চক্রবর্তী, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিনিধি সাকিব শাহরিয়ার, চমেক পরিচালকের প্রতিনিধি জুনায়েদ আহমেদ, ফরেনসিক মেডিসিনের ডাক্তার খালেদ হাসান, লেফটেন্যান্ট আবরার তাজওয়ার, কোস্ট গার্ড পূর্ব জোন, সিনিয়র জেল সুপার, পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক, র‌্যাবের প্রতিনিধি, শিল্প পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ প্রতিনিধি, নৌ পুলিশ প্রতিনিধি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য অংশীজনসহ চট্টগ্রাম মহানগর এলাকার ১৬ থানার অফিসার ইন-চার্জবৃন্দ ও পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের পুলিশ পরিদর্শকগণ উপস্থিত ছিলেন। আরোও উপস্থিত ছিলেন মহানগর পিপি এডভোকেট মো. মফিজুল হক ভূইয়া, অতিরিক্ত পিপি এডভোকেট নেজাম উদ্দিন।-বিজ্ঞপ্তি

সিএমএম আদালতে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্সে বক্তব্য রাখছেন চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমান

কনফিডেন্সসিমেন্ট
A গ্রেড ক্লিংকার
☎01755550035-36

দৈনিক
আজাদী
স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র
প্রতিষ্ঠাতা : আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল খালেক

রয়েল সিমেন্ট

শুক্রবার | ২১ নভেম্বর ২০২৫ | www.edainikazadi.net রেজি, নং-চ-৫৪ | ৬৬তম বর্ষ ৭৬ সংখ্যা | ৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ সাল | ২৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি | ৮ পৃষ্ঠা | ৭ টাকা

বিচারপ্রার্থীর অধিকার নিশ্চিতে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে

পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্সে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট

আজাদী প্রতিবেদন

চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের উদ্যোগে আদালতের সম্মেলন কক্ষে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে গতকাল অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ার, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল, মো. আবু বকর সিদ্দিক, মোহাম্মদ মোস্তফা ও নুসরাত জাহান জিনিয়া। এছাড়া সিআইডি, পিবিআই, সিএমপি, সিএমপির প্রসিকিউশন বিভাগ, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিনিধি, চমেক পরিচালকের প্রতিনিধি, ফরেনসিক মেডিসিনের ডাক্তার, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পূর্ব জোন, পরিবেশ অধিদপ্তর, র‍্যাবের প্রতিনিধি, শিল্প পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ প্রতিনিধি, নৌ পুলিশ প্রতিনিধি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য অংশীজনসহ চট্টগ্রাম মহনগর এলাকার ১৬ থানার অফিসার ইন-চার্জ ও পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের পরিদর্শকরা উপস্থিত ছিলেন। আরোও উপস্থিত ছিলেন মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট মো. মফিজুল হক ভূইয়া ও অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট নেজাম উদ্দিন। কনফারেন্সের শুরুতে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমান বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি তুলে ধরে বিচারাধীন মামলাসমূহের বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও সংশ্লিষ্ট থানাগুলোকে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

আসামি গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে সম্প্রতি সংশোধিত ফৌজদারী কার্যবিধি মোতাবেক মেমোরেন্ডাম অফ এরেস্ট কঠোরভাবে প্রতিপালন করার নির্দেশ প্রদান করেন। নিরপরাধ কোন ব্যক্তি যেন হয়রানির শিকার না হয় এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন সিএমএম কাজী মিজানুর রহমান। চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট থানার অফিসার ইনচার্জদের তদন্তকাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার প্রতি সচেতন হতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন।

তিনি দ্রুত ও দক্ষতার সাথে প্রতিবেদন দাখিলের পাশাপাশি মামলার সাক্ষী উপস্থাপন নিশ্চিত করে তাদের নিরাপত্তা বিধান করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর ভূমিকা পালনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর মো. মফিজুল হক ভূইয়া আদালতের বিচারক, আইনজীবী, সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সাক্ষীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। কনফারেন্সে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দের চাহিদার প্রেক্ষিতে পূর্বের চেয়ে দ্রুত গতিতে মেডিকেল সনদ প্রদানের বিষয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধি ডাক্তার জুনায়েদ আহমেদ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন।

চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সমাপনী বক্তব্যে বলেন, ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় বিচার প্রশাসন, নির্বাহী প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ একে অপরের পরিপূরক। মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তরিকতা ও সৌহাদ্যপূর্ণ পরিবেশে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগকে একযোগে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে বিচার প্রার্থী মানুষের কল্যাণে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে। বিচারপ্রার্থীর অধিকার নিশ্চিতে স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে মামলা নিষ্পত্তিতে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

বক্তব্য রাখছেন চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমান

সমকাল

নিরপরাধ কোনো মানুষ যেন হয়রানির শিকার না হয়

পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্সে সিএমএম

পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্সে বক্তব্য দেন চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমান । সমকাল

■ সমকাল প্রতিবেদক

চট্টগ্রাম চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের উদ্যোগে আদালতের সম্মেলন কক্ষে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্স সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ার, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল, মো. আবু বকর সিদ্দিক, মোহাম্মদ মোস্তফা ও নুসরাত জাহান জিনিয়া।

এ ছাড়া সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার মো. সালাউদ্দিন, পিবিআইয়ের (চট্টগ্রাম মেট্রো) পুলিশ সুপার রহুল কবির খান, সিএমপির সহকারী পুলিশ সুপার (ডিবি উত্তর) মোস্তফা কামাল, সহকারী পুলিশ কমিশনার (প্রসিকিউশন) কেশব চক্রবর্তী, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিনিধি সাকিব শাহরিয়ার, চমেক পরিচালকের প্রতিনিধি জুনায়েদ আহমেদ, ফরেনসিক মেডিসিনের ডাক্তার খালেদ হাসান, লেফটেন্যান্ট আবরার তাজওয়ারসহ অন্য অংশীজন, মহানগর এলাকার ১৬ থানার অফিসার ইনচার্জ উপস্থিত ছিলেন। আরও উপস্থিত ছিলেন মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর মফিজুল হক ভূইয়া, অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর নেজাম উদ্দিন।

কনফারেন্সের শুরুতে সিএমএম কাজী মিজানুর রহমান বিগত সভার সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নের অগ্রগতি তুলে ধরে বিচারাধীন মামলাসমূহের বিচারপ্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও সংশ্লিষ্ট থানাগুলোকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। আসামি গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে সম্প্রতি সংশোধিত ফৌজদারি কার্যবিধি মোতাবেক মেমোরেন্ডাম অব এরেস্ট কঠোরভাবে প্রতিপালন করার নির্দেশ প্রদান করেন। নিরপরাধ কোনো মানুষ যেন হয়রানির শিকার না হয়– এই বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

সিএমএম কাজী মিজানুর রহমান থানার অফিসার ইনচার্জদের তদন্তকাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার প্রতি সচেতন হতে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে প্রতিবেদন দাখিলের পাশাপাশি মামলার সাক্ষী উপস্থাপন নিশ্চিত করে তাদের নিরাপত্তা বিধান করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে কার্যকর ভূমিকা পালনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।

মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর মফিজুল হক ভূইয়া আদালতের বিচারক, আইনজীবী, সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সাক্ষীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে আগের চেয়ে দ্রুত গতিতে মেডিকেল সনদ প্রদানের বিষয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধি ডাক্তার জুনায়েদ আহমেদ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন।

অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ার সভায় জানান, গত ১০ মাসে ৫৩২ জন আসামিকে প্রবেশ প্রদান করা হয়েছে। মামলার আলামত নিলামের মাধ্যমে ১ কোটি ১৫ লাখ টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

সমাপনী বক্তব্যে সিএমএম কাজী মিজানুর রহমান বলেন, ফৌজদারি বিচারব্যবস্থায় বিচার প্রশাসন, নির্বাহী প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ একে অপরের পরিপূরক। মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের

পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৬

নিরপরাধ কোনো মানুষ

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

আস্থা বৃদ্ধি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগকে একযোগে ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে বিচারপ্রার্থী মানুষের কল্যাণে দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে। বিচারপ্রার্থীর অধিকার নিশ্চিতে স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে মামলা নিষ্পত্তিতে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে ও বিদ্যমান সমস্যাসমূহ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করলে কাজের মূল্যায়ন হয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। সামনের দিনগুলোতে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় আরও গতিশীলতা আসবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

এই মুহূর্তে চট্টগ্রাম
আলোকিত চট্টগ্রাম

২০ নভেম্বর ২০২৫ ৯:০৯ অপরাহ্ন

ফৌজদারি বিচারব্যবস্থায় আরো গতিশীলতা আসবে : কাজী মিজানুর রহমান

পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্সের আয়োজন করেছে চট্টগ্রাম চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) আদালতের সম্মেলন কক্ষে এ আয়োজন করা হয়।
চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) কাজী মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে এতে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ার, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মু. ইব্রাহীম খলিল, মো. আবু বকর সিদ্দিক, মো. মোস্তফা ও নুসরাত জাহান জিনিয়া।

এছাড়া সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার মো. সালাউদ্দিন, পিবিআইয়ের পুলিশ সুপার মো. রহুল কবির খান, সহকারী পুলিশ সুপার (ডিবি উত্তর) মো. মোস্তফা কামাল, সহকারী পুলিশ কমিশনার (প্রসিকিউশন) কেশব চক্রবর্তী, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রতিনিধি সাকিব শাহরিয়ার, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের পরিচালকের প্রতিনিধি জুনায়েদ আহমেদ, ফরেনসিক মেডিসিনের ডা. খালেদ হাসান, লেফটেন্যান্ট আবরার তাজওয়ার, কোস্টগার্ড পূর্ব জোনের সিনিয়র জেল সুপার, পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক, র‍্যাবের প্রতিনিধি, শিল্প পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ, নৌ পুলিশ ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিনিধি, নগরের ১৬ থানার অফিসার ইনচার্জ এবং পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। আরও উপস্থিত ছিলেন মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট মো. মফিজুল হক ভূইয়া ও অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট নেজাম উদ্দিন।

কনফারেন্সের শুরুতে সিএমএম কাজী মিজানুর রহমান বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি তুলে ধরে বিচারাধীন মামলাসমূহের বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও সংশ্লিষ্ট থানাগুলোকে দিকনির্দেশনা দেন। তিনি আসামি গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে সম্প্রতি সংশোধিত ফৌজদারি কার্যবিধি মোতাবেক মেমোরেন্ডাম অফ এরেস্ট কঠোরভাবে প্রতিপালন করার নির্দেশ দেন। নিরপরাধ কোনো ব্যক্তি যেন হয়রানির শিকার না হয় সেই বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেন সিএমএম কাজী মিজানুর রহমান।

তিনি চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট থানার অফিসার ইনচার্জদের তদন্তকাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার নির্দেশনা দেন। একইসঙ্গে দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে প্রতিবেদন দাখিল, মামলার সাক্ষী উপস্থাপন নিশ্চিত করা এবং তাদের নিরাপত্তা বিধান করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে কার্যকর ভূমিকা পালনের নির্দেশনা দেন।

মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট মো. মফিজুল হক ভূইয়া আদালতের বিজ্ঞ বিচারক, আইনজীবী, সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সাক্ষীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

কনফারেন্সে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বের চেয়ে দ্রুতগতিতে মেডিকেল সনদ প্রদানের বিষয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধি ডা. জুনায়েদ আহমেদ যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন।

অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সরকার হাসান শাহরিয়ার জানান, গত ১০ মাসে ৫৩২ জন আসামিকে প্রবেশন দেওয়া হয়েছে। মামলার আলামত নিলামের মাধ্যমে ১ কোটি ১৫ লাখ টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।

সমাপনী বক্তব্যে সিএমএম বলেন, ফৌজদারি বিচারব্যবস্থায় বিচার প্রশাসন, নির্বাহী প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ একে অপরের পরিপূরক। মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তরিকতা ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগকে একযোগে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে বিচার প্রার্থী মানুষের কল্যাণে নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে। বিচারপ্রার্থীর অধিকার নিশ্চিতে স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে মামলা নিষ্পত্তিতে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। সামনের দিনগুলোতে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে ফৌজদারি বিচারব্যবস্থায় আরো গতিশীলতা আসবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে কনফারেন্সের সমাপ্তি ঘোষণা সিএমএম কাজী মিজানুর রহমান।